অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : হগয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : হগয়

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

হগয় কিতাবে নবী হগয়ের দ্বারা আল্লাহ্‌র বাণী লোকদের কাছে প্রকাশ করার বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর দ্বারা যুক্তি সঙ্গতভাবে বলা যায় যে, হগয় হলেন এই কিতাবের লেখক। হগয় নামের অর্থ হল "ভোজ"। আগে থেকে প্রচলিত ইসরাইল জাতির প্রধান উৎসবসমূহ মাবুদের গৃহে পুনস্থাপিত হয়েছিল। তাঁর বংশতালিকা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি।

সময়কাল

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগস্টের শেষে এবং মধ্য ডিসেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে হগয়ের কাছে মাবুদের বাণী প্রকাশিত হয়েছিল। এই তারিখ সম্পর্কে বেশ কিছু মত পার্থক্য রয়েছে, যদিও তাতে কিতাবটি ক্যাননভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দেয় নি। তবে যদি এই ধারণাটিই সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে কিতাবটি রচনা সম্পাদন করা হয়েছিল ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে, যখন বায়তুল মোকাদ্দসের পুনঃনির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। এই তারিখ এহুদা রাজ্যের লোকদের ব্যবহৃত দিনপঞ্জিতে তাদের এবাদত বন্দেগী ও কৃষিকাজ সম্পর্কিত বিষয়-সমূহের তাৎপর্য বহন করে (১:১; ১:৫–২:১; ২:১০)।

হগয় কিতাবে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সময়কাল

(সবগুলো তারিখ ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়কালের)

ভবিষ্যদ্বাণী	আয়াত	তারিখ
প্রথম	১:১	৬ষ্ঠ মাসের ১ তারিখ (আগস্ট ২৯)
দ্বিতীয়	১:১৫	৬ষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখ (সেপ্টেম্বর ২১)
তৃতীয়	২:১	৭ম মাসের ২১ তারিখ (অক্টোবর ১৭)
চতুর্থ	২:১০	৯ম মাসের ২৪ তারিখ (ডিসেম্বর ১৮)
পঞ্চম	২:২০	৯ম মাসের ২৪ তারিখ (ডিসেম্বর ১৮)

বিষয়বস্তু

আল্লাহ্‌ লোকদের দ্বারা মাবুদের গৃহ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌র উপস্থিতি মধ্যস্থতা করবে।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য ও পটভূমি

নবী হগয় নেতাদের (সরুব্বাবিল এবং ইউসা) এবং আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাদের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক এবং রূহানিক অবস্থা বিবেচনা করতে এবং বায়তুল মোকাদ্দসের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করতে তাদের প্রচেষ্টাকে নবায়ন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন।

কিতাবের ঐতিহাসিক ঘটনা হল ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ব্যাবিলনের বন্দীত্ব থেকে নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তন। পারস্যের শাসক মহান কাইরাস (৫৫৯-৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন অধিকার করেন। ৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁর রাজকীয় হুকুম অনুসারে জেরুশালেমে ইহুদীরা ফিরে আসার অনুমতি লাভ করেছিল। এর ফলে তারা বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করতে পেরেছিল (উযায়ের ১-২ অধ্যায়)। তবুও যখন বিরোধিতা এসেছিল তখন প্রারম্ভিক কাজ থেমে গিয়েছিল (উযায়ে ৩:১–৪:৫)।

হগয় কিতাবে বর্ণিত ঘটনাসমূহ ঘটেছিল বাদশাহ্‌ প্রথম দারিয়ুসের রাজত্বের সময়ে (৫২২-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তিনি ছিলেন একজন সেনাপতি, যিনি কাইরাসের পুত্র ক্যামবিসেসের মৃত্যুর পর ক্ষমতাধর হয়ে উঠেছিলেন (৫৩২-৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এই কিতাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত "দারিয়ুসের দ্বিতীয় বছর" (হগয় ১:১) ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বায়তুল মোকাদ্দসের পুনঃনির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দারিয়ুসের সাহায্য অপরিহার্য ছিল (উযায়ের ৫-৬ অধ্যায়)।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- আল্লাহ্‌র গৃহের পুনর্নির্মাণ। বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ আল্লাহ্‌র লোকদের সঙ্গে শরীয়তের সম্পর্ককে নবায়ন করার জন্য মাবুদের ইচ্ছা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর উপস্থিতির বৈশিষ্ট্যের ফলে (১:১৩; ২:৪-৫)। বায়তুল মোকাদ্দসের জরাজীর্ণতার অর্থ হল সম্পর্কের অবনতি এবং লোকদের কাছে পবিত্রতার চেয়ে আরও বেশি অপবিত্রতা নিয়ে আসা (২:১৪)।
- ভবিষ্যদ্বাণী বিষয় কালাম হল আল্লাহ্‌র কালাম। হগয় নবীর দ্বারা মাবুদের কালাম নাজেল হয়েছে (১:১,৩; ২:১-১০), "মাবুদ এই কথা বলেন" কথাটির মধ্য দিয়ে (১:২,৫,৭; ২:৬-১১), "হগয়ের কাছে" এই কালাম (২:২০), "মাবুদ বলেন" বৈশিষ্ট্যের দ্বারা (১:৯,১৩; ২:৪-২৩), "তাদের আল্লাহ্‌র মাবুদের কথা"র দ্বারা (১:১২) এবং "মাবুদের কালাম" (১:১৩)।
- মাবুদই শাসনকর্তা। "বাহিনীগণের মাবুদ" এই শব্দগুচ্ছটি ৩৮টি আয়াতের মধ্যে ১৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে (১:২ আয়াত দেখুন)। মাবুদ বেহেশতী কালাম দিয়েছেন, তাঁর লোকদের (১:৯; ২:১৭,১৯)

এবং সমস্ত জাতিদের (২:৬-৮) ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে, প্রকৃতিকে নির্দেশ দিতে (১:১০), তাঁর লোকদের কর্মতৎপরতার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে জাগ্রত করে তুলতে (১:১৪; ২:৪), নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং শয়তানকে রাজ্যচ্যুত করতে (২:২০-২৩)।

- লোকদের কাজ করা আবশ্যক ছিল। বায়তুল মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ কাজ মাবুদের মনে আনন্দ বয়ে আনবে এবং তাঁকে সম্মানিত করবে (১:৮)। সেই সাথে তা লোকদের উপরে দোয়া ও অনুগ্রহও বর্ষণ করবে (২:১৯), কিন্তু তার জন্য কাজটি অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। বহু আদেশের মধ্যে (১:৭-৮; ২:৪-৫) যেটির উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হল, দৈহিক পরিশ্রম (১:১৪)। কিন্তু বর্তমানের আলস্যের আলোকে অতীতের অভিজ্ঞতা চিন্তা করার জন্য আহ্বান জানানোর সাক্ষ্য স্বরূপ অন্তরে মন পরিবর্তনের জন্য প্রচার করা হয়েছে (১:৫-৯; ২:১৫-১৯)।
- দাউদের বংশ প্রতিষ্ঠা। সন্দেহাতীতভাবে দাউদের বংশধর ছিলেন সরুব্বাবিল (১:১ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি (২:২৩)। মাবুদ, যিনি দাউদের বংশধরের আংটি খুলে নিয়েছিলেন (ইয়ার ২২:২৪-২৭), এখন আর একবার তা পরাবার জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন। পুরাতন নিয়মের মত (২ শামু ৭ অধ্যায়; জবুর ২:৬) ইঞ্জিল শরীফেরে মতের নিষ্পত্তি করা যায় না। এটি কেবল মাত্র এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ স্বরূপ (মথি ২৬:৬১; ২৭:৪০; ইউ ২:১৮-২২)। দাউদের বংশধর ঈসা মসীহ্ হলেন অভিষিক্ত বাদশাহ্ রূপে অধিষ্ঠিত (রোমীয় ১:১-৪)। এই ভাবে সরুব্বাবিলের কছে করা প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা লাভ করেছে (মথি ১:১, ১২-১৩; লূক ৩:২৭)।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

বন্দীদশার পরে মাবুদ তাঁর লোকদের কাছে তাঁর প্রতিজ্ঞাসমূহ নতুনীকরণ করেন এবং তাদের এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করার জন্য আহ্বান জানান। এই কারণে তিনি তাদের সঙ্গে থাকবেন এবং তাদের মধ্য দিয়ে সমস্ত দুনিয়ায় দোয়া করার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেন (২:৯), বিশেষ করে দাউদের বংশধর থেকে মসীহের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়ায় দোয়া করবেন (২:২৩)।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

যদিও হগয় কিতাব সাধারণ শ্রেণীর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পড়ে, এটি প্রতীকী ভবিষ্যদ্বাণীর কিতাব নয়। এটি প্রথাগত কাব্যিক ছন্দের বদলে গদ্য আকারে রচিত হয়েছে। যদিও এখানে প্রতিজ্ঞাত দোয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু এখানে প্রচলিত অর্থে বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী নেই। এর পরিবর্তে আল্লাহ্ অনাড়ম্বরভাবে তাদের মনোযোগী হতে আহ্বান করেছেন যেন বিচার কার্য ইতোপূর্বে ঘটে গেছে। এখানে বিরতি সহ স্বর্ণালী যুগের দর্শন এবং বর্ণনামূলক কাহিনী রয়েছে (১:১২-১৫)। সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্তের জন্য (এবাদতখানা পুনর্নির্মাণ) হগয় নবীর কিতাব হল একক জীবনে আল্লাহ্র প্রথম কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক এবং অসময়ের কিতাব। নবীদের সমাজের জন্য এবাদতখানার পুনর্নির্মাণ আল্লাহ্র কাছে রাখা মানুষের দৃঢ় সঙ্কল্পের দৃশ্যমান চিহ্ন স্বরূপ হত।

হগয় কিতাবের সমসাময়িক জেরুশালেম

৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসার পর এবং ৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবাদতখানা পুনর্নির্মাণের পূর্বে জেরুশালেমের লোকদের কাছে হগয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জেরুশালেম নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা নগরীর দেয়াল এবং এবাদতখানা ধ্বংস হয়েছিল। ব্যাবিলন থেকে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যে লোকেরা নতুন এবাদতখানার ভিত্তি স্থাপন করেছিল, কিন্তু হগয়ের সময় পর্যন্ত এবাদতখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় নি। হগয় এবং সরুব্বাবিল লোকদেরকে তাদের অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনের কাজ বন্ধ করতে এবং এবাদতখানার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করতে আহ্বান জানালেন।

প্রধান আয়াত: "এটা কি তোমাদের নিজ নিজ ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করার সময়? এই গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে" (১:৪)।

প্রধান প্রধান লোক: হগয়, সরুব্বাবিল, ইউসিয়া

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম

কিতাবটির রূপরেখা:

১) বায়তুল-মোকাদ্দস আবার তৈরী করবার হুকুম (১ অধ্যায়)
২) যারা বায়তুল-মোকাদ্দস তৈরী করছিল তাদের উৎসাহ দান (২:১-৯ আয়াত)
৩) গুনাহ্ সম্বন্ধে চেতনা দান (২:১০-১৯ আয়াত)
৪) ভবিষ্যতের বিচার এবং পুনস্থাপন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (২:২০-২৩ আয়াত)

হযরত হগয়

হযরত হগয় প্রায় ৫২০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বন্দিত্ব থেকে ফেরার পর এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	৫৮৬ খ্রীঃপূঃ এহুদার লোকদের ব্যাবিলনে নির্বাসন করা হয়েছিল এবং জেরুশালেম এবং বায়তুল মোকাদ্দস ধ্বংস করা হয়েছিল। পারস্যের বাদশাহ্ সাইরাসের অধীনে ইহুদীদের এহুদাতে ফিরে আসতে এবং এবাদতখানাটি পুনঃনির্মাণ করতে দেওয়া হয়েছিল।
মূল বার্তা	এবাদতখানা পুনঃনির্মাণ করার জন্য লোকেরা জেরুশালেমে ফিরে আসতে শুরু করেছিল, কিন্তু তারা তা শেষ করতে পারে নি। হগয়ের সংবাদ লোকদেরকে এবাদতখানাটি পুনঃনির্মাণ শেষ করতে উৎসাহ যুগিয়েছিল।
বার্তার গুরুত্ব	যখন লোকেরা সুন্দর ঘর-বাড়িতে থাকছিল তখন এবাদতখানা নির্মাণ অর্ধেক বাকি রেখেছিল। আল্লাহ্‌র আগে তাদের সম্পদ এবং কাজকে স্থান দেওয়ার বিষয়ে হগয় তাদেরকে সাবধান করেছিল। আমাদের জীবনে অবশ্যই আল্লাহ্‌কে প্রথম স্থান দিতে হবে।
সমসাময়িক নবীগণ	জাকারিয়া (৫২০-৪৮০ খ্রীঃপূঃ)

বায়তুল-মোকাদ্দসের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে হগয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

১ [১] বাদশাহ্ দারিয়ুসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিনে মাবুদের কালাম হগয় নবী দ্বারা শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক এহুদার নেতা এবং যিহোষাদকের পুত্র মহা-ইমাম ইউসার কাছে নাজেল হল।

[২] তিনি বললেন, বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, লোকেরা বলছে, সময়, মাবুদের গৃহ নির্মাণের সময়, উপস্থিত হয় নি। [৩] তখন হগয় নবীর দ্বারা মাবুদের এই কালাম নাজেল হল; [৪] এটা কি তোমাদের নিজ নিজ ছাদযুক্ত বাড়িতে বাস করার সময়? এই গৃহ তো উৎসন্ন রয়েছে। [৫] এজন্য এখন বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। [৬] তোমরা অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছো, আহার করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, পান করেও তৃপ্ত হচ্ছ না, কাপড়-চোপড় পরেও উষ্ণ হচ্ছ না এবং বেতনজীবী লোক ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।

[৭] বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। [৮] পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন, এই গৃহ নির্মাণ কর, তাতে আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব এবং গৌরবান্বিত হব, মাবুদ এই কথা বলেন। [৯] তোমরা অনেক ফসল পাবার অপেক্ষা করেছিলে, আর দেখ, অল্প পেলে; এবং যা বাড়িতে এনেছিলে, তার উপরে আমি ফুঁ দিলাম। বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, এর কারণ কি? কারণ এই যে, আমার গৃহ উৎসন্ন রয়েছে, তবুও তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে দৌড়ে যাচ্ছ। [১০] এজন্য তোমাদেরই কারণে আসমান রুদ্ধ হয়েছে, শিশির পড়ে না ও ভূমি রুদ্ধ হয়েছে, ফল দেয় না। [১১] আর আমি দেশের ও পর্বতমালার উপরে, শস্য, আঙ্গুর-রস ও তেল প্রভৃতি ভূমিতে উৎপন্ন বস্তুর উপরে এবং মানুষ, পশু ও তোমাদের হাতের সমস্ত শ্রমের উপরে অনাবৃষ্টিকে আহ্বান করলাম।

[১২] তখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল,

Haggai ১।
[১:১] উজা ৪:২৪।
[১:১] উজা ৫:১।
[১:১] ১খান্দান ৩:১৯; মথি ১:১২-১৩।
[১:১] উজা ৫:৩; নহি ৫:১৪।
[১:১] উজা ২:২।
[১:১] ১খান্দান ৬:১৫; উজা ৩:২।
[১:১] জাকা ৩:৮।
[১:২] ইশা ১৩:৪।
[১:২] ইশা ২৯:১৩।
[১:২] উজা ১:২।
[১:৩] উজা ৫:১।
[১:৪] ২শামু ৭:২।
[১:৪] আয়াত ৯; ইয়ার ৩৩:১২।
[১:৫] আয়াত ৭; মাতম ৩:৪০; হগয় ২:১৫, ১৮।
[১:৬] লেবীয়

১:১ দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের প্রথম দিন। ২৯শে আগষ্ট, ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। *বাদশাহ্ দারিয়ুস।* দারিয়ুস হিস্ট্যাস্পাস ৫২২ থেকে ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পারস্য শাসন করেন। তিনিই বহিষ্টুন চূড়ার প্রাচীরে তিনটি ভাষায় খোদাই করা লিপি ফলক তৈরি করিয়েছিলেন, যার অবস্থান এখন আধুনিক ইরানে। এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আধুনিক যুগে আরও গভীর গবেষণা কাজ করা সম্ভব হয়েছে। *প্রথম দিনে।* অনেক ক্ষেত্রেই নতুন চাঁদের দিনে, অর্থাৎ অমাবস্যার পরের দিনে নবীদেরকে দর্শন দেওয়া হয়েছে (দেখুন ২ বাদশাহ্ ৪:২২-২৩ আয়াত এবং ৪:২৩ আয়াতের নোট; এর সাথে দেখুন ইশা ১:১৪ আয়াতের নোট)। *মাবুদের কালাম।* দেখুন আয়াত ৩; ২:২; হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট। *সরুব্বাবিল।* উযা ১:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *শল্টীয়েলের পুত্র।* ১ খান্দান ৩:১-১৯ আয়াত দেখুন এবং ৩:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *এহুদার নেতা ... মহা-ইমাম।* সংস্কারকৃত ইহুদী সমাজের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা। *ইউসা।* উযা ২:২ আয়াতের নোট দেখুন; সরুব্বাবিলের নামের সাথে আয়াত ১২, ১৪; ২:২, ৪ আয়াতেও দেখা যায়। *যিহোষাদক।* তাকে বাদশাহ্ বখতে-নাসার বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন (১ খান্দান ৬:১৫ আয়াত দেখুন)।

১:২ বাহিনীগণের মাবুদ। হগয়, জাকারিয়া ও মালাখি কিতাবে এই নামটি ৯০ বারের বেশি ব্যবহার করা হয়েছে। ১ শামু ১:৩; ইশা ১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *লোকেরা।* ২:১৪ আয়াত দেখুন। তাদের গুনাহ্‌র কারণে ইসরাইল জাতিকে "আমার লোকেরা" বলা হয় নি (ইশা ৬:৯-১০; ৮:৬, ১১-১২; ইয়ার ১৪:১০-১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ১৭:৪; হোসিয়া ১:৯ আয়াত দেখুন)। *সময় উপস্থিত হয় নি।* ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বায়তুল মোকাদ্দসের ভিত্তি স্থাপনের পর (উযায়ের ৩:৮-১০) লোকেরা লোকেরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল এবং ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত ছিল (উযা ৪:১-৫, ২৪)।

১:৪ ছাদযুক্ত বাড়ি। সাধারণত রাজকীয় বাসভবনে এ ধরনের ব্যবস্থা থাকতে, যেখানে সিডার বা এরস কাঠের পাটাতন দেওয়া থাকত (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৭:৩, ৭; ইয়ার ২২:১৪-১৫ আয়াত ও ২২:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:৫ তোমরা নিজ নিজ পথ আলোচনা কর। এই কথাটি ৭ আয়াতে এবং ২:১৫, ১৮ আয়াতে আবারও পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

১:৬ অনেক বীজ বপন করেও অল্প সঞ্চয় করছো। অবাধ্যতার অভিশাপ (দ্বি.বি. ২৮:৩৮-৩৯ আয়াত দেখুন)। লেবীয় ২৬৯:২০ আয়াতে আল্লাহ্ কর্তৃক বিচারকৃত নিষ্ফলা জমির কথাও পাওয়া যায়। *পান করেও তৃপ্ত হচ্ছ না।* তুলনা করুন ইশা ৫৫:১-২ আয়াত। লোকেরা তাদের ন্যায্য ও অন্যায্য সমস্ত কাজেই ব্যর্থ হচ্ছে (তুলনা করুন হোসিয়া ৪:১০-১১; মিকাহ্ ৬:১৩-১৫)। *ছেঁড়া থলিতে বেতন রাখে।* দুর্ভিক্ষের কারণে দ্রব্যমূল্য প্রচণ্ড বেড়ে গিয়েছিল।

১:৮ পর্বতে উঠে গিয়ে কাঠ আন। সম্ভবত কাছাকাছি পাহাড় থেকে কাঠ কেটে আনতে হচ্ছিল, কারণ লেবানন থেকে ইতোমধ্যে যে কাঠ কিনে আনা হয়েছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছিল (উযা ৩:৭ আয়াত দেখুন)। *আমি এই গৃহের প্রতি খুশি হব।* সেই সাথে এই এবাদতখানায় যে কোরবানী উৎসর্গ করা হবে তাও তিনি গ্রহণ করবেন (ইশা ১:১১ আয়াতের তুলনা করুন)। *গৌরবান্বিত হব।* একটি বাধ্য জাতি আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা ও সম্মান বয়ে আনে (ইয়ার ১৩:১১ আয়াত দেখুন)।

১:৯ *দৌড়ে যাচ্ছ।* আক্ষরিক অর্থে "ব্যস্ত থাকা" বোঝায়।

১:১০ শিশির। সাধারণত শস্য যে মৌসুমে বড় হয় তখন তা পড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা মৌসুমী বৃষ্টির মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২ শামু ১:২১; ১ বাদশাহ্ ১৭:১ আয়াত দেখুন)।

১:১১ পর্বতমালার উপরে। পাহাড়ের গায়ে কৃষিকাজ করা হত, বিশেষ করে পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে, অনেকটা জুম পদ্ধতিতে এই চাষাবাদ করা হত (দেখুন জবুর ১০৪:১৩-১৫; ইশা ৭:২৫; যোয়েল ৩:১৮ আয়াত)। *শস্য, আঙ্গুর রস ও তেল।* ইসরাইল দেশে উৎপাদিত সবচেয়ে প্রচলিত তিনটি ফসল, যা অনেক সময় দোয়া ও বদদোয়ার সাথে সম্পর্কিত

যিহোষাদকের পুত্র মহা-ইমাম ইউসা এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশ তাদের আল্লাহ্ মাবুদের কথার বাধ্য হলেন এবং তাদের আল্লাহ্ মাবুদ কর্তৃক প্রেরিত হগয় নবীর সকল কথায় মনোযোগ দিলেন; লোকেরাও মাবুদকে ভয় করতে লাগল। ১৩ তখন মাবুদের দূত হগয় মাবুদের সংবাদবাহক হিসেবে লোকদের বললেন, মাবুদ বলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। ১৪ পরে মাবুদ শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক এহুদার শাসনকর্তার রূহ্ ও যিহোষাদকের পুত্র মহা-ইমাম ইউসার রূহ্ এবং লোকদের সমস্ত অবশিষ্টাংশের রূহ্কে উত্তেজিত করলেন; তাঁরা এসে নিজেদের আল্লাহ্ বাহিনীগণের মাবুদের গৃহে কাজ করতে লাগল।

১৫ এই কাজ বাদশাহ্ দারিয়ুসের দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনের দিন শুরু হল।

বায়তুল-মোকাদ্দসের ভবিষ্যতের মহিমা

২ ১ সপ্তম মাসের একবিংশ দিনে মাবুদের এই কালাম নবী হগয়ের মধ্য দিয়ে নাজেল হল, ২ তুমি এখন শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল নামক এহুদার শাসনকর্তাকে, যিহোষাদকের পুত্র মহা-ইমাম ইউসাকে ও লোকদের অবশিষ্টাংশকে এই কথা বল, ৩ তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট এমন কে আছে যে, পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল? আর এখন তোমরা এটা কি অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ? এটা কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুর মত নয়? ৪ কিন্তু এখন, হে সরুব্বাবিল, তুমি বলবান হও, এই কথা মাবুদ বলেন, আর হে যিহোষাদকের পুত্র মহা-ইমাম ইউসা, তুমি বলবান হও; এবং দেশের সমস্ত লোক, তোমরা বলবান হও, এই কথা মাবুদ বলেন; আর কাজ কর, কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। ৫ তোমরা যখন মিসর থেকে বের হয়ে এসেছিলে, তখন আমি তোমাদের সঙ্গে কালাম দ্বারা নিয়ম স্থির করেছিলাম; এবং আমার রূহ্ তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন; তোমরা ভয় করো না। ৬ কেননা বাহিনীগণের মাবুদ এই কথা বলেন, আর একবার, অল্পকালের মধ্যে, আমি আসমান ও জমিনকে এবং সমুদ্র ও শুকনো ভূমিকে

[১:৬] ইশা ৯:২০; ৫৫:২।
[১:৬] আমোষ ৪:৮।
[১:৬] হগয় ২:১৬; জাকা ৮:১০।
[১:৭] আয়াত ৫।
[১:৮] ১খান্দান ১৪:১।
[১:৮] আইউ ২২:৩; জবুর ১৩২:১৩-১৪।
[১:৮] হিজ ২৯:৪৩; ইয়ার ১৩:১১।
[১:৯] দ্বি:বি ২৮:৩৮; ইশা ৫:১০।
[১:৯] জবুর ১০৩:১৬; ইহি ২২:২১।
[১:৯] আয়াত ৪; নহি ১৩:১১।
[১:১০] দ্বি:বি ২৮:২৪।

করে উল্লেখ করা হয়ে থাকে (দ্বি.বি. ৭:১৩; যোয়েল ১:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। জলপাইয়ের তেল খাবার, ওষুধ ও মলম হিসেবে ব্যবহার করা হত। *মানুষ ও পশু।* এই অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ ও পশু উভয়েই আক্রান্ত হয়েছিল।

১:১২ অবশিষ্টাংশ। ইশা ১:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *লোকেরাও মাবুদকে ভয় করতে লাগল।* তারা মাবুদ আল্লাহ্র প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও বাধ্যতা দেখাল (পয়দা ২০:১১ আয়াত ও নোট; দ্বি.বি. ৩১:১২-১৩; মালাখি ১:৬; ৩:৫, ১৬ আয়াত দেখুন)।

১:১৩ সংবাদবাহক। অনেক সময় নবীদেরকে এই নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে (২ খান্দান ৩৬:১৫১৬; ইশা ৪২:১৯ আয়াত ও নোট দেখুন) কিংবা অনেক ক্ষেত্রে ইমামদেরকেও এই নামে ডাকা হয়ে থাকে (মালাখি ২:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।* এখানে নিশ্চিত সাফল্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে (দেখুন আয়াত ২:৪; পয়দা ২৬:৩; শুমারী ১৪:৯ আয়াত ও নোট)।

১:১৪ রূহ্কে উত্তেজিত করলেন। এই অংশের হিব্রু সংস্করণের অর্থ হচ্ছে "যার অন্তর আল্লাহ্ স্পর্শ করলেন", যেমনটা উযায়ের ১:৫ আয়াতে দেখা যায়। সেখানে মাবুদ আল্লাহ্ এই লোকদের অনেকের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন এবং তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

১:১৫ দ্বিতীয় বছরের ষষ্ঠ মাসের চব্বিশ দিনের দিন। ১লা সেপ্টেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।

২:১ সপ্তম মাসের একবিংশ দিন। ১৭ই অক্টোবর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, কুটির উৎসবের শেষ দিন। এ সময় গ্রীষ্মকালীন ফসল উত্তোলনের উৎসব পালন করা হত (লেবীয় ২৩:৩৪-৪৩ আয়াত দেখুন), যদিও ফসলের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় (১:১১ আয়াত দেখুন; তুলনা করুন ইউহোন্না ৭:৩৭ আয়াত)। বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর নির্মিত বায়তুল মোকাদ্দস এই উৎসবের সময়েই উৎসর্গ করেছিলেন (দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৩ অবশিষ্ট এমন কে আছে। বন্দীদশায় যাওয়া প্রবীণদের মধ্যে কেউ কেউ সম্ভবত নবী হগয় নিজেও বাদশাহ্ সোলায়মানের গৌরব মণ্ডিত এবাদতখানা দেখেছিলেন, যা ৬৬ বছর আগে ব্যাবিলনীয়রা ধ্বংস করে দিয়েছিল। *পূর্বপ্রতাপের অবস্থায় এই গৃহ দেখেছিল।* দেখুন আয়াত ৭, ৯। সরুব্বাবিলের নির্মিত এবাদতখানা অনেকে বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানার আদলে নির্মিত এবাদতখানা বলে মনে করেন। *এটা কি তোমাদের দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ নয়?* তুলনা করুন যখন এবাদতখানার নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছিল তখনকার প্রতিক্রিয়া (উযা ৩:১২)।

২:৪ তোমরা বলবান হও ... কাজ কর। ১ খান্দান ২৮:২০ আয়াতে বাদশাহ্ দাউদ এই কথাটি বলেছিলেন, যখন তিনি বাদশাহ্ সোলায়মানকে বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। মাবুদ আল্লাহ্ নূনের পুত্র ইউসাকেও প্রায় একই ধরনের কথা বলে উৎসাহিত করেছিলেন (ইউসা ১:৬-৭, ৯, ১৮)। *তুমি বলবান হও ... তুমি বলবান হও ... তুমি বলবান হও।* ইয়ার ৭:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। *আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।* ১:১৩ আয়াত ও নোট; ১ খান্দান ২৮:২০ আয়াত দেখুন। যে আল্লাহ্ এক সময় বাদশাহ্ সোলায়মানকে সাহায্য করেছিলেন তিনিই এখন সরুব্বাবিল ও তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করবেন।

২:৫ আমার রূহ্। হযরত মূসা ও ৭০ জন প্রাচীন যখন মিসর থেকে লোকদেরকে বের করে নিয়ে এসে মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করছিলেন, তখন আল্লাহ্র রূহ্ তাঁদের সাথে সাথে ছিলেন (শুমারী ১১:১৬-১৭, ২৫; ইশা ৬৩:১১ আয়াত দেখুন)। এর সাথে জবুর ৫১:১১; জাকা ৪:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমরা ভয় করো না।* দেখুন আয়াত ৪ ও নোট; ইউসা ১:১৮; ইশা ৪১:১০ আয়াত।

২:৬ জাতিগণের উপরে আল্লাহ্র বিচারের আসন্ন দিনের ঘোষণা – যা পারস্যের সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর পতনের

কাঁপিয়ে তুলব। ৭ আর আমি সর্বজাতিকে
কাঁপিয়ে তুলব; এবং সর্বজাতির মনোরঞ্জন বস্তু
সকল আসবে; আর আমি এই গৃহ প্রতাপে
পরিপূর্ণ করবো, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ
বলেন। ৮ রূপা আমারই, সোনাও আমারই, এই
কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন। ৯ এই গৃহের
আগের প্রতাপের চেয়ে এর পরের প্রতাপ অনেক
বেশি হবে, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন;
আর এই স্থানে আমি শান্তি নিয়ে আসব, এই
কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।

ভর্ৎসনা ও প্রতিজ্ঞা

১০ দারিয়াবসের দ্বিতীয় বছরের নবম মাসের
চতুর্বিংশ দিনে মাবুদের এই কালাম নবী হগয়ের
মধ্য দিয়ে নাজেল হল; ১১ বাহিনীগণের মাবুদ
এই কথা বলেন, তুমি একবার ইমামদেরকে
শরীয়তের বিষয় জিজ্ঞাসা কর, ১২ বল, কেউ যদি
তার পোশাকের ভাঁজে পবিত্র মাংস বহন করে,

[১:১০] পয়দা ২৭:২৮; ১বাদশা ১৭:১।
[১:১০] লেবীয় ২৬:১৯; দ্বি:বি ২৮:২৩।
[১:১১] দ্বি:বি ১১:২৬; ২৮:২২; রূত ১:১; ১বাদশা ১৭:১; ইশা ৫:৬।
[১:১১] ইশা ৭:২৫।
[১:১১] দ্বি:বি ২৮:৫১; জবুর ৪:৭।
[১:১১] শুমারী ১৮:১২।
[১:১১] হগয় ২:১৭।
[১:১২] আয়াত ১।
[১:১২] আয়াত ১৪; ইশা ১:৯; হগয়

আর সেই অঞ্চলে রুটি বা সিদ্ধ সব্জি বা
আঙ্গুর-রস বা তেল বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য
স্পর্শ করা হয়, তবে সেই দ্রব্য কি পবিত্র হবে?
ইমামেরা জবাবে বললেন, না। ১৩ তখন হগয়
বলিলেন, লাশের স্পর্শে নাপাক হওয়া কোন
লোক যদি এর মধ্যে কোন দ্রব্য স্পর্শ করে,
তবে তা কি নাপাক হবে? ইমামেরা জবাবে
বললেন, তা নাপাক হবে। ১৪ তখন হগয় জবাবে
বললেন, মাবুদ বলেন, আমার সম্মুখে এই বংশ
তদ্রূপ ও এই জাতিও তদ্রূপ; তাদের হাতের
সমস্ত কাজও তদ্রূপ; এবং ঐ স্থানে তারা যা
কোরবানী করে তা নাপাক।

১৫ এখন, ফরিয়াদ করি, আজকের আগে যত
দিন মাবুদের এবাদতখানায় প্রস্তরের উপরে
প্রস্তর স্থাপিত ছিল না, সেই সকল দিন নিয়ে
আলোচনা কর। ১৬ সেই সকল দিনে তোমাদের
মধ্যে কেউ বিশ কাঠা শস্যরাশির কাছে আসলে

পূর্বাভাস দিয়েছিল (৩৩৩-৩৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। ইবরানী ১২:২৬-২৭ আয়াতে এই আয়াতটি দিয়ে মসীহের দ্বিতীয় আগমনের সময় জাতিগণের বিচারের কথা বলা হয়েছে। জাতিগণকে এখানে এবং ২১-২২ আয়াতে কাঁপিয়ে তোলার বিষয়টি লোহিত সাগরে মিসরের বিচারের ব্যাপারে বলা হয়েছে। তুলনা করুন ইশা ১৪:১৬-১৭ আয়াত।

২:৭ মনোরঞ্জন বস্তু সকল আসবে। এখানে মনোরঞ্জন বস্তু বলতে মানুষও বোঝানো হতে পারে, যেমনটা দানিয়াল ৯:২৩ আয়াতে বলা হয়েছে (যেখানে একই হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "অত্যন্ত আকাঙ্খিত"); তুলনা করুন ১ শামু ৯:২০ আয়াত। এভাবে সম্ভবত এটি দিয়ে মসীহের তাৎপর্য বোঝানো হতে পারে (দানি ১১:৩৭ আয়াত ও নোট; মালাখি ৩:১ আয়াত দেখুন)। একই হিব্রু শব্দ দিয়ে মূল্যবান বস্তু বোঝানো হতে পারে, তবে (দেখুন ২ খান্দান ২০:২৫; ৩২:২৭) এক্ষেত্রে বায়তুল মোকাদ্দসে বাদশাহ্ দারিয়ুসের দান লক্ষ্য করা যেতে পারে (উযা ৬:৮ আয়াত দেখুন)। যদি এখানে সেই উদ্দেশ্যেই কথাটি বলা হয়ে থাকে, তাহলে ইশা ৬০:৫ আয়াতে সিয়োনে জাতিগণের ধনসমূহ নিয়ে আসার যে কথাটি বলা হয়েছে তার সাথে এই আয়াতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *প্রতাপে পরিপূর্ণ করবো।* এখানে "প্রতাপ" বলতে বস্তুগত ধন সম্পদ বোঝানো হতে পারে (ইশা ৬০:৭, ১৩ আয়াত ও নোট দেখুন) কিংবা আল্লাহ্‌র উপস্থিতিও বোঝানো হতে পারে (হিজ ৪০:৩৪-৩৫; ১ বাদশাহ্ ৮:১০-১১; ইহি ১০:৪ আয়াত দেখুন)। দ্বিতীয় যুক্তিটি মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে পবিত্র স্থানে অবস্থিতিকারী সেই পবিত্র মেঘের সংযোগ সাধন করে। যখন মসীহ্ জেরুশালেমের পার্থিব এবাদতখানায় আসলেন তখন আল্লাহ্‌র উপস্থিতি এতটা প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছিল যা এর আগে কখনো হয় নি (দেখুন লূক ২:২৭, ৩২ আয়াত)। তুলনা করুন ইহি ১:২৮; ৪৩:২ আয়াতের নোট।

২:৮ রূপা ... সোনা। যা বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানার জন্য দেওয়া হয়েছিল (১ খান্দান ২৯:২, ৭ আয়াত দেখুন) এবং সরুব্বাবিল নির্মিত এবাদতখানার জন্যও দেওয়া হয়েছিল (উযা ৬:৫ আয়াত)।

২:৯ পরের প্রতাপ অনেক বেশি হবে। কারণ সেখানে প্রভু ঈসা মসীহ্ অবস্থান করবেন (আয়াত ৭ ও নোট দেখুন)। *এই গৃহের আগের প্রতাপ।* বাদশাহ্ সোলায়মানের এবাদতখানা। *এই স্থানে।* সম্ভবত জেরুশালেম নগরীর কথা বোঝানো হয়েছে (সফ ১:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমি শান্তি নিয়ে আসব।* সম্ভবত এখানে ইমামীয় দোয়া বচন উচ্চারণ করা হয়েছে (শুমারী ৬:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১০ দ্বিতীয় বছরের নবম মাসের চতুর্বিংশ দিন। ১৮ই ডিসেম্বর ৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ – যখন শীতকালীন শস্য রোপণ করা হত।

২:১১ ইমামদেরকে। তাদের সাথে শরীয়তের সূক্ষ্ম বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হত (দ্বি.বি. ৩১:১১; ইয়ার ১৮:১৮; মালাখি ২:৭-৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১২ পবিত্র মাংস। প্রাণীর দেহ থেকে যে মাংস কোরবানীর জন্য আলাদা করে রাখা হত। *তবে সেই দ্রব্য কি পবিত্র হবে?* পবিত্রতার স্থানান্তরের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে। পবিত্র করা মাংসের কারণে সেই পোশাক পবিত্র হয়ে যাবে, কারণ মাংসটি পোশাকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে (লেবীয় ৬:২৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু পোশাকটি অন্য কোন তৃতীয় বস্তুকে পবিত্র করে তুলতে পারবে না।

২:১৩ তবে তা কি নাপাক হবে? পবিত্রতা যত না স্পর্শের মধ্য দিয়ে ছড়ায়, শরীয়তী নাপাকীতা তার চেয়ে আরও বেশি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একজন নাপাক ব্যক্তি যা কিছুই স্পর্শ করুক না কেন তা নাপাক হয়ে যাবে (শুমারী ১৯:১১-১৩, ২২ আয়াত দেখুন)।

২:১৪ এই বংশ। আয়াত ১:২ ও নোট দেখুন। তাদের হাতের সমস্ত কাজও তদ্রূপ। অর্থাৎ তাদের সমস্ত কাজই নাপাক হবে। যদিও তাদেরকে পবিত্র দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু তাতে করেই তারা পবিত্র হয়ে যাবে না। তাদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি বাধ্য হতে হবে, বিশেষ করে বায়তুল মোকাদ্দস পুনর্নির্মাণের বিষয়ে। ১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২:১৫ প্রস্তরের উপরে প্রস্তর স্থাপিত ছিল না। ষষ্ঠ মাসের ২৪ তারিখের আগ পর্যন্ত (১:১৪-১৫ আয়াত দেখুন)।

২:১৬ শস্যরাশি। ইয়ার ৫০:২৬ আয়াত দেখুন। *কেবল দশ কাঠা পেত ... কেবল বিশ পাত্র পেত।* লোকদের গুনাহ্‌র

কেবল দশ কাঠা পেত এবং আঙ্গুরের কুণ্ড থেকে পঞ্চাশ পাত্র পরিমাণ আঙ্গুর-রস নিতে আসলে কেবল বিশ পাত্র পেত। ১৭ আমি শস্যের শোষ, ম্লানি ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা তোমাদের হাতের সমস্ত কাজে তোমাদেরকে আঘাত করতাম, তবুও তোমরা আমার প্রতি ফিরতে না, এই কথা মাবুদ বলেন। ১৮ ফরিয়াদ করি, আজকের দিন থেকে এবং এর পরেও আলোচনা কর, নবম মাসের চব্বিশ দিনের দিন থেকে, মাবুদের এবাদতখানার ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে, আলোচনা কর। ১৯ গোলায় কি কিছু বীজ অবশিষ্ট আছে? আর আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম এবং জলপাই-গাছও ফলে নি। কিন্তু আজ থেকে আমি আশীর্বাদ করবো।

সরুব্বাবিলের কাছে আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা

২০ পরে মাসের চব্বিশ দিনের দিন মাবুদের

২:২।
[১:১২] আইউ ৩৬:১১; ইশা ৫০:১০; মথি ২৮:২০।
[১:১২] দ্বি:বি ৩১:১২; ইশা ১:২।
[১:১৩] আয়াত ১।
[১:১৩] শুমারী ২৭:২১; ২খান্দান ৩৬:১৫।
[১:১৩] পয়দা ২৬:৩; শুমারী ১৪:৯; মথি ২৮:২০; রোমীয় ৮:৩১।
[১:১৪] উজা ১:৫।
[১:১৪] উজা ৫:২।

এই কালাম দ্বিতীয় বার হগয়ের নিকটে নাজেল হল; ২১ তুমি এহুদার শাসনকর্তা সরুব্বাবিলকে এই কথা বল, আমি আসমান ও জমিনকে কাঁপিয়ে তুলব; ২২ আর বাদশাহ্‌দের সিংহাসন উল্টে ফেলবো, জাতিদের সকল রাজ্যের পরাক্রম নষ্ট করবো, রথ ও রথারোহীদেরকে উল্টে ফেলব এবং ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারেরা আপন আপন ভাইয়ের তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়বে। ২৩ বাহিনীগণের মাবুদ বলেন, সেই দিন হে শল্টীয়েলের পুত্র, আমার গোলাম, সরুব্বাবিল, আমি তোমাকে গ্রহণ করবো, এই কথা মাবুদ বলেন; আমি তোমাকে সীলমোর করার অঙ্গুরীয়স্বরূপ রাখব; কেননা আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, এই কথা বাহিনীগণের মাবুদ বলেন।

কারণে এই কম ফসল প্রাপ্তি (আয়াত ১:১১; ইশা ৫:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আঙ্গুরের কুণ্ড।* সাধারণত এটি দিয়ে বোঝানো হয় কোন সরু নলের মত বস্তু, যার মধ্য দিয়ে আঙ্গুর ঢুকিয়ে কোন বস্তু দিয়ে চাপ সৃষ্টি করা হত এবং এতে করে নলের অপর পাশ দিয়ে রস বের হয়ে আসত। পরবর্তীতে আরও অনেকবার ছাঁকার পরে এই রস অবশেষে বড় পাত্রে বা চামড়ার থলের মধ্যে রাখা হত।

২:১৭ শস্যের শোষ, ম্লানি। দ্বি.বি. ২৮:২২ আয়াতে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের অবাধ্যতা (১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৭; আমোস ৪:৯ আয়াত দেখুন)। শোষ রোগ সাধারণ পূর্বীয় গরম বাতাসের কারণে হত (পয়দা ৪১:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। *শিলাবৃষ্টি।* মিসরের সমস্ত ফসলের মাঠ ও গবাদিপশু বিনষ্ট করার জন্য শিলাবৃষ্টি পাঠানো হয়েছিল (হিজ ৯:২৫; জবুর ৭৮:৪৭-৪৮ আয়াত দেখুন)। তবুও *তোমরা আমার প্রতি ফিরতে না।* দেখুন আমোস ৪:৬, ৮-১১ আয়াত।

২:১৮ এবাদতখানার ভিত্তিমূল স্থাপনের দিন থেকে। ৫৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন বায়তুল মোকাদ্দসের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল তখনও এই একই দোয়া লাভের প্রয়োজন ছিল (উযা ৩:১১ আয়াত দেখুন)। আবারও যেন ব্যর্থ না হয় সেজন্য সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে।

২:১৯ আঙ্গুর, ডুমুর, ডালিম এবং জলপাই গাছ। আঙ্গুর, ডুমুর ও ডালিম সাধারণত আগষ্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এবং জলপাই সাধারণত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে পাকতো। এই ফলগুলোও সাধারণ শস্যের মতই খুব কম ফলন দিয়েছিল (১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমি আশীর্বাদ করবো।* হগয়ের বার্তার প্রতি তাদের প্রতিক্রিয়ার কারণে ভবিষ্যতের ফলবন্ততার বিষয়ে নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। তুলনা করুন মালাখি ৩:১০ আয়াত।

২:২০ আয়াত ১০ ও নোট দেখুন।

২:২১ আসমান ও জমিনকে কাঁপিয়ে তুলব। আয়াত ৬ ও নোট দেখুন।

২:২২ সিংহাসন উল্টে ফেলবো ... রথারোহীদেরকে উল্টে ফেলব। এই শব্দগুলোর জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে সাধারণত সাদুম ও আমুরার ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে বলার জন্য ব্যবহার করা হয় (দেখুন পয়দা ১৯:২৫; আমোস ৪:১১ আয়াত দেখুন)। *রথ ও রথারোহী ... ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারেরা।* তুলনা করুন লোহিত সাগরে মিসরীয় ফেরাউনের সৈন্য বাহিনীর বিনাশ (হিজ ১৫:১, ৪, ৯, ২১ আয়াত দেখুন)। *আপন আপন ভাইয়ের তলোয়ারে।* মাদিয়ানীয় সৈন্যবাহিনী (কাজী ৭:২২ আয়াত ও নোট দেখুন), ইয়াজুজ (ইহি ৩৮:২১ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং শেষ কালে জেরুশালেমের বিপক্ষে যে সমস্ত জাতি লড়াই করবে (জাকা ১৪:১৩)।

২:২৩ সেই দিন। অর্থাৎ মাবুদের দিন (দেখুন ইশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; যোয়েল ১:১৫; জাকা ২:১১ আয়াত ও নোট)। *আমার গোলাম।* সাধারণত এই সম্বোধনটি নবীদের ক্ষেত্রে (ইশা ২০:৩ আয়াতের নোট দেখুন), রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তথা বাদশাহ্‌ বা শাসক (ইশা ২২:২০) এবং মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে (ইশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ আয়াত ও নোট দেখুন)। *সীলমোর করার অঙ্গুরীয়স্বরূপ।* এক ধরনের সীলমোহর যা স্বাক্ষর হিসেবে ব্যবহার করা হত (ইষ্টের ৮:৮ আয়াত দেখুন) এবং একজন ব্যক্তি তার সীলমোহর করার এই আংটি সাধারণত আঙ্গুলে পরে থাকত (ইষ্টের ৩:১০ আয়াত দেখুন)। অন্যান্য সীলমোহরের মতই (পয়দা ৩৮:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন) এটি নিয়ে পূর্ণ মূল্য প্রদানের অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষর করা যেত। এখানে এর উল্লেখ থাকার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, ইয়ার ২২:২৪ আয়াতে বাদশাহ্‌ যিহোয়াখীনের উপরে যে বদদোয়া আরোপ করা হয়েছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে (কাজী ১৭:২ আয়াত ও নোট দেখুন)। সরুব্বাবিল সে কারণে নিশ্চয়ই এ বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন যে, বায়তুল মোকাদ্দসের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হয়েছে (আয়াত ৬-৭, ৯; জাকা ৪:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তোমাকে মনোনীত করেছি।* দেখুন ইশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ আয়াত ও নোট।